দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

## ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

# অভিযোগঃ প্রশাসন শিবিরের প্রতি 'দুর্বল' উপাচার্যের শান্তি উদ্যোগ সফল হয়নি

।। আব্দুস সালাম খান/
আকমল হোসেন ।।

শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুর (কুষ্টিয়া)।– 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের ওপর দুর্বল'–এ অভিযোগ স্থানীয় রাজনৈতিক দল ছাত্র সংগঠন এমনকি ছাত্রদলেরও। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে।

কুষ্টিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় অস্থায়ী অবস্থায় থাকাকালীন মেডিক্যাল স্কুলের হলে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের সাথে যে কিছু আলামত পাওয়া গিয়েছিল তাতে ঐ বিশেষ ছাত্র সংগঠনের অস্ত্রবাজির সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। মূল ক্যাম্পাস শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুরে উদ্বোধনের দিন থেকেই ইসলামী ছাত্র শিবিরের তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের ডাকা না হলেও শিবির সমর্থকদের সেখানে সক্রিয় ভূমিকা ছিল। শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের পর শিবির তাদের শক্তি অর্জন এবং প্রদর্শনের সুযোগ পেয়ে গেছে বলে অন্য সংগঠনগুলোর অভিমত। তাদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় শিবির দখলে রাখতে চায়। সব কিছুতেই তাদের কর্তৃত্ব প্রয়োগের ইচ্ছা।

২৫শে নভেম্বরের ঘটনাঃ শিবিরের জনৈক সমর্থক জনৈকা সংস্কৃতিমনা ছাত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে মিছিল হয়। মিছিলে উত্তপ্ত শ্লোগান দেয়া থেকে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে শিবিরের বিরোধ বাধে। এক পর্যায়ে সংঘর্ষ হলে অন্যান্য সংগঠন এমনকি ছাত্র দলের সমর্থকরাও মার খায়। শিবির প্রকাশ্যে 'শক্তি' প্রদর্শন করলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তা পালন করেন। ঐদিন রাতে হরিনারায়ণপুরে মেসে একজন ছাত্র নিহত ও আরেকজন আহত হবার ঘটনা ঘটে। আগের দিনই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ঐ ঘটনার পর শিবির তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করার ক্ষেত্র প্রস্তুতের সুযোগ পেয়ে গেছে।

শিবিরের ওপর প্রশাসনের 'দুর্বলতার' অভিযোগ এসেছে ছাত্রদলের পক্ষ থেকেও। ছাত্রদল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আরিফুল্লাহ আরিফ বলেছেন, শিবির এবং শিবির সমর্থক বহিরাগতদের ব্যাপারে প্রশাসনের নীরবতা রয়েছে। অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের পরই ব্যবস্থা নেয়া হলে হয়ত অবস্থা বর্তমানের মতো মারাত্মক হত না। তবে তার মনে সার্বিক ব্যাপারে উপাচার্য 'ফ্যাক্টর' নন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির জনৈক সদস্য বলেছেন, প্রশাসনের "উইল ফোর্স"–এর অভাব রয়েছে। জনৈক শিক্ষক বলেছেন, প্রশাসন নিরপেক্ষতাহীনতায় ভুগছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের পরও ক্যাম্পাসে কর্তৃপক্ষের এক সভা চলাকালীন সময়ে শিবির সমর্থকরা বিভিন্ন দাবিতে শ্লোগান দিয়েছে।

শিবিরের বোনাস সুযোগঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির কিছু বোনাস সুযোগ পেয়ে গেছে। ধর্মতত্ত্ব (শরিয়া) ফ্যাকাল্টির ৪টি বিষয়ে দরখাস্ত পড়ে খুবই কম।



*ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) ঃ বিশ্ববিদ্যালয় খোলা, সন্ত্রাসী শিবিরকর্মীদের গ্রেফতারসহ সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ৬ দফা দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শাহজাহান আলম সাজু। —সংবাদ*

এমনকি আসন সংখ্যার চেয়েও দরখাস্ত কম পড়েছিল একবার। এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে খুবই কম। এই অবস্থায় শিবিরের নেতাগোছের ছাত্ররা তাদের দল ভারি করার সুযোগটি কাজে লাগাচ্ছে। শিক্ষক সমিতির একটি সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহজীকরণের সুযোগে এই বিভাগে প্রধানত শিবির কর্মীরাই ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। পরে বিভাগ বদল করে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে ঢুকে পড়ছে।

শিবিরের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রসঙ্গে প্রশাসনের অবশ্য ভিন্নমত রয়েছে। প্রশাসনের একটি দায়িত্বশীল সূত্র 'দুর্বলতার' বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। সূত্রে বলা হয়েছে, প্রশাসন পরিস্থিতির শিকার, তারা এখানে অসহায়।

৬ দফা দাবি ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যাসয়ের সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ৬ দফা দাবির প্রতি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অনশন রয়েছে। সিপিবি নেতৃবর্গও সমর্থন জানিয়েছেন। বিএনপি'র তরফ থেকে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিরাজমান সমস্যার পেছনে একটি 'অপশক্তির' ভূমিকা রয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার আলী বলেছেন, ছাত্র ঐক্যের ৬ দফা দাবির ব্যাপারে তার দ্বিমত নেই। তিনি বলেছেন, বর্তমান উপাচার্য বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন। তার পক্ষে সমস্যা 'ওভারকাম' করা সম্ভব নয়। আনোয়ার আলীর অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের জন্য শিবিরই দায়ি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনার ব্যাপারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত তদন্ত দাবি করেছেন।

জেলা সিপিবি সাধারণ সম্পাদক ওয়াকিল মুজাহিত বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণে সর্বদলীয় কমিটি গঠনের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উৎসাহ দেখাননি। এতে উপাচার্যের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাগুলোকে ছোট করে দেখা ঠিক হবে না। তার মতে, শিবির সন্ত্রাস না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনার কোন সুযোগ নেই। তিনি অভিযোগ করেন, শিবির বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্যান্টনমেন্ট বানিয়ে ফেলছে। তার মতে, উপাচার্য আন্তরিক হলে সব সমস্যা কমে আসতে পারে।

জেলা বিএনপি সভাপতি প্রবীণ আইনজীবী এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটির অন্যতম সদস্য সৈয়দ মাসুদ রুমী বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সৃষ্টির পেছনে একটি 'অপশক্তি' (জামাত–শিবির) দায়ী। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ষড়যন্ত্র করে আসছে। মাসুদ রুমীও ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনার জন্যে শিবিরের ভূমিকাই বেশি বলে অভিযোগ করেছেন। তবে অন্য সংগঠনের কিছু ভূমিকাও রয়েছে। তিনি বলেছেন, বর্তমান উপাচার্য থাকাতে তার আপত্তি নেই। তার মন্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম বাম–চরম ডানের মধ্যে বিরোধ চলছে। কিন্তু সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনটার ভূমিকা কাম্য নয়। শিক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, প্রয়োজনীয় তহবিল পাওয়া যাবে। তবে বিএনপি জেলা পর্যায়ের আরেক নেতা এম, এ শামীম আরজু উপাচার্যের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন, তিনি বলেছেন, উপাচার্যের ভূমিকা বিতর্কিত। ছাত্র ঐক্যের সব দাবিই তিনি সমর্থন করেন না। জেলা গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি জাহেদ রুমী বলেছেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কল্যাণে রাজনীতিকদের সুচিন্তিত পরামর্শ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আব্দুল হামিদ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কল্যাণে রাজনৈতিক দলগুলোই আন্তরিক নয়। তিনি জানিয়েছেন, 'সর্বদলীয় শান্তি কমিটির আয়োজন করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের মধ্যকার কোন্দলেই বৈঠক ভণ্ডুল হয়ে গেছে। 'অমুক দল থাকলে অমুক দল আসবে না'–এ ধরনের শর্তারোপ, একই দলের নেতাদের ভিন্ন ভিন্ন দাবি, অভ্যন্তরীণ কলহ প্রভৃতি কারণে রাজনৈতিক উদ্যোগ সফল হচ্ছে না বলে জানানো হয়। উপাচার্য বলেছেন, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন ছাত্র ভর্তি) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দাবি পূরণ না হলেই সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই ব্যাহত হচ্ছে। বরং স্থানীয় জনগণই নিঃশর্ত সহযোগিতা দিতে এগিয়ে এসেছেন।